ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৯৮৪
আগরতলা,২৫ নভেম্বর,২০১৮

মহিলা স্ব-শক্তিকরণের মাধ্যমেই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব : মুখ্যমন্ত্রী

যে দেশ বা সমাজ মহিলা নির্যাতন মুক্ত থাকে সেই দেশ বা সমাজ সর্বশ্রেষ্ঠ হয়। রাজ্য সরকারও ত্রিপুরাকে নারী নির্যাতন মুক্ত ও নেশামুক্ত গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। এ কাজে রাজ্যের ক্লাবগুলি ও সামাজিক সংস্থাগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। আজ কামিনী কুমার সিংহ মেমোরিয়াল উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তরুণ সংঘ আয়োজিত শারদ সম্মান-২০১৮ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, মহিলা স্ব-শক্তিকরণের মাধ্যমেই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গরিব মানুষের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা, সৌভাগ্য যোজনা, প্রধানমন্ত্রী শৌচালয় যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত যোজনা ইত্যাদি বিভিন্ন যোজনা চালু করেছেন। রাজ্য সরকারও প্রধানমন্ত্রীর দিশা অনুসরণ করে রাজ্যের গ্রাম এবং শহরের মানুষদের বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার জন্য অটল জলধারা যোজনার ঘোষণা দিয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিনামূল্যে জলের সংযোগ দেওয়ার পাশাপাশি পাইপলাইন সহ অন্যান্য সামগ্রীও বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। এতে প্রাথমিকভাবে ১০৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন। এই যোজনা চালু করার ফলে একদিকে যেমন জলের অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে, তেমনি জলের সংযোগ নিতে গিয়ে মানুষকে যে হয়রানি হতে হতো তা আর এখন হবে না। তিনি বলেন, রাজ্যে চুরি, ছিনতাই, বাইক চুরি, গরু পাচার ইত্যাদি অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তি বিধানের জন্য আইন আনা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজ্যের কর্মচারীদের ডাই-ইন-হারনেস-এর বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য সরকার জনগণের কল্যাণের জন্য যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেইগুলি মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য তরুণ সংঘের সমস্ত সদস্য-সদস্যাদের কাছে আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তরুণ সংঘ যেভাবে সামাজিক কাজকর্মে নিজেদের নিয়োজিত করেছে আগামীদিনেও তরুণ সংঘের এই প্রচেষ্টা জারি থাকবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা বলেন, মানুষের সঙ্গে থেকে মানুষের জন্য কাজ করছে তরুণ সংঘ। ক্লাবে ক্লাবের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তরুণ সংঘ আন্তরিকভাবে কাজ করছে। এছাড়াও তরুণ সংঘ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই প্রচেষ্টা আগামীদিনেও অব্যাহত থাকবে। তরুণ সংঘ আয়োজিত শারদ সম্মান-২০১৮ উপলক্ষে ৫টি বিভাগে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ থিম বিভাগে পুরস্কার বিজয়ী ধলেশ্বরের প্রান্তিক ক্লাব, পরিবেশ সচেতনতা এবং সামাজিক কর্মকান্ডে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বিজয়ী ধলেশ্বরের শান্তিনিকেতন সাংস্কৃতিক পরিষদ, সার্বিক বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার বিজয়ী বোধজং চৌমুহনীর অরুণ উদয় সংঘ, শ্রেষ্ঠ প্রতিমা বিভাগে পুরস্কার বিজয়ী কলেজটিলার বিজয় ক্লাব এবং শ্রেষ্ঠ মন্ডপ সজ্জা বিভাগে পুরস্কার বিজয়ী জগহরিমুড়ার সরোজ সংঘকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারগুলি প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ। ক্লাবের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারক উপহার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী এবং তরুণ সংঘের সভাপতি তরুণ কুমার সিংহ। উল্লেখ্য, বনমালিপুর বিধানসভা এলাকার ক্লাবগুলিকে নিয়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তরুণ সংঘ।

*****